দৈনিক বাংলা

তারিখ 21 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

186

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন এবং শিশুদের বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য ষাট শতাংশ শিক্ষিকা নিয়োগের প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা দৃশ্যমান। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, গ্রাম অঞ্চলে মহিলাদের পূর্ণ নিরাপত্তাবিধান আমাদের সামাজিক কাঠামোতে সম্ভবপর হচ্ছে না। যে কারণে এক এলাকার মহিলা অন্য এলাকায় নিয়োগপ্রাপ্ত হলে তিনি সেখানে যেতে রাজি হন না। এক্ষেত্রে সরকারও কিছুটা নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেন এবং দক্ষিণার বিনিময়ে ঐ সব মহিলাও তাদের নিজস্ব এলাকায় থাকতে চেষ্টা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিক্ষিত মহিলারা স্বাভাবতই উচ্চ শিক্ষিত চাকরিজীবী পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চান। অপরদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্র সংকুচিত হওয়ায় গ্রাম এলাকার শিক্ষিত পুরুষ–সাধারণতঃ শহরের দিকে ধাবিত হন। আরো উল্লেখ্য, ভিন্ন এলাকার একজন শিক্ষক কিংবা শিক্ষিকার বিদ্যালয়ের প্রতি আন্তরিকতা কম। এধরনের নানাবিধ কারণে শিক্ষিকারা তো বটেই শিক্ষকরাও চেষ্টা করেন শহরের সুবিধাজনক জায়গার বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে। একই ভাবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় শহরের কাছাকাছি স্থানে শিক্ষিতরা চাকরি পাচ্ছেন। কিছুদিন পূর্বের শিক্ষক নিয়োগের রেজাল্ট পরীক্ষা করলেই ব্যাপারটা আঁচ করা যায়। ফলশ্রুতিতে একজন পুরুষ শিক্ষককে ১০ থেকে ২০ কিলোমিটার দূরের বিদ্যালয়ে, এমনকি অন্য থানার বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই সুষ্ঠু শিক্ষাদান তাদের দ্বারা সম্ভব হয় না। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় টাঙ্গাইল জেলার ধলেশ্বরী নদী থেকে যমুনা নদীর পূর্বপাড় পর্যন্ত ১৫–২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা তো নেইই শিক্ষকের সংখ্যাও অপ্রতুল। তদুপরি দূরথেকে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা নানা প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার (ঝড়,বৃষ্টি, বন্যা) কারণে বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসতে পারেন না। অন্য দিকে থানা শিক্ষা কর্মকর্তা অনুপস্থিতির অজুহাতে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেন, বকশিসের মাধ্যমে যার নিষ্পত্তি ঘটে। এসব কারণে গ্রাম অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাদান ব্যাহত হচ্ছে। সুতরাং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীকে ফলপ্রসু করতে হলে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। প্রথমতঃ শিক্ষকদের নিয়োগ ইউনিয়ন ভিত্তিক হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান অবস্থায় অনেক ইউনিয়নেই হয়তো প্রয়োজনীয় সংখ্যক মহিলা শিক্ষক পাওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে। তৃতীয়তঃ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিগ্রী পাশ শিক্ষক পাওয়া না গেলে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ করে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডিগ্রী পাশ করলে স্থায়ী করে নেয়া যেতে পারে। এ সব ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে অদূর ভবিষ্যতে গ্রাম এলাকাতেও শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পাবে এবং শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা দূর হবে। তাছাড়া এতে করে গ্রামের খেটে খাওয়া বাপ–মায়ের সন্তানেরা যখন চাকরি পাবে শিক্ষার প্রতি তাদের আকর্ষণও বাড়বে।

মোঃ আবু ছাঈদ জোয়ারদার
কেন্দুয়া, পোড়াবাড়ী, টাঙ্গাইল।